নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০০৩.২২(অংশ-১)-৫৮

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৯ / ২৬ জানুয়ারি ২০২৩

পরিপত্র-২

বিষয়ঃ পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন: মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা, জামানত, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা, জামানত, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও নির্বাচনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিধানাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০২। **মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা:** মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৯ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজের সুবিধার্থে আইনের উদ্ধৃতাংশ সর্বশেষ সংশোধনীসহ এতদসংগে আপনার নিকট প্রেরণ করা হলো যা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-ক)।

০৩। **প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা:** (১) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অন্য কোন ভোটার, আইনের ধারা ১৯(১) এর অধীন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

(২) আইনের ধারা ১৯(১) এর অধীন কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) আইনের ধারা ৬(১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ৭ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) আইনের ধারা ৬(১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ১৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

০৪। **মনোনয়নপত্র:** আইনের ধারা ১৯ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র:

(ক) মেয়র নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করতে হবে;
(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং
(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট;
(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৯(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;
(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকবে যে, তাঁরা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;
(ইই) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 184A এর বিধান অনুসারে ১২ ডিজিটের টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) সনদের কপি এবং section 75 এর sub-section (1) এর clause (e) এর বিধান অনুসারে সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদ (Return of Income) এর কপি দাখিল করতে হবে;

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

(ঈ) মেয়র পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন;

(উ) মেয়র পদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত সংযুক্তি ৩ এ প্রদত্ত নমুনা অনুসারে স্বতন্ত্র প্রার্থীর জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার ১০০ (একশত) জন ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা দাখিল করতে হবে। তবে কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র পদে ইতিপূর্বে নির্বাচিত হয়ে থাকলে তাকে এ তালিকা দাখিল করতে হবে না। এবং

(ঊ) মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তাঁর মনোনয়নপত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমে শপথপূর্বক হলফনামা দাখিল করতে হবে, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকবেঃ-

(১) তাঁর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে সেটির রায় কি ছিল;

(৪) তাঁর ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তাঁর আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তাঁর নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় এর বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাঁর উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তাহলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ বা এর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার সেটি প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একই পদে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

(৭) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং সেখানে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করবেন।

(৯) রিটার্নিং অফিসার তদকর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে সেখানে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-'গ' অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন।

০৫। **জামানত:** (১) পৌরসভার-

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সাথে, অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ১৫ (পনের) হাজার টাকা, ২৫ (পঁচিশ) হাজার এক হতে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা, ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এক হতে ০১ (এক) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং ০১ (এক) লক্ষ এক ও তদুর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলী ব্যাংকের পে-অর্ডার বা পোষ্টাল অর্ডার জমা দিতে হবে;

(খ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সাথে ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলী ব্যাংকের পে-অর্ডার বা পোষ্টাল অর্ডার জমা দিতে হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার বা কোন প্রার্থী কর্তৃক জামানতের টাকা জমাদানের খাত হলো ''৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩''।

০৬। **ব্যাংক হিসাব খোলা:**

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে প্রার্থীকে যেকোন তফসিলি ব্যাংকে একটি নতুন একাউন্ট খুলতে হবে। যার নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম মনোনয়পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(খ) নির্বাচনের সমূদয় ব্যয় এই একাউন্ট নম্বর হতে করতে হবে।

(গ) নির্বাচনের পর নির্বাচনের ব্যয়ের যে রিটার্ন জমা দিতে হবে তার সাথে উক্ত একাউন্টের ব্যাংক স্টেটমেন্টও জমা দিতে হবে।

০৭। **রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর ক্ষেত্রে মনোনয়ন:** কোন রাজনৈতিক দল কোন পৌরসভায় মেয়র পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না। একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবে। আপনি উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর দলীয় মনোনয়নের সাথে মিলিয়ে সেটি যাচাই করবেন।

০৮। **মনোনয়নপত্রের সাথে আয়কর রিটার্নের কপি দাখিল:** ১২ বিধির উপ-বিধি (৩) এর উপ-দফা (ইই) অনুসারে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণকে অবশ্যই মনোনয়নপত্রের তৃতীয় অংশের ৪ (চার) নং ক্রমিকে ১২ (বার) ডিজিটের টিআইএন উল্লেখ করতে হবে এবং সম্পদের বিবরনী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই:** (১) প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁর নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাঁদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটানিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরুপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদবিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নন;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নন;

(গ) বিধি ১২ বা ক্ষেত্রমত ১২ক বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক না;

(ঙ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে, বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাইঃ

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এইরুপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরুপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে সেটির কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন।

উল্লেখ্য যে, একই ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতিত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল করতে হবে।

১০। **আপিল দায়ের:** (১) বিধি ১২(ক)(২) এবং ১৪ (৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ৩(তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উপ-বিধি (৩) এর অধীন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(২) কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৪(৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত প্রার্থী বা কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন বিধিমালার বিধি ১৫(৩) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করেছেন এবং বিধি ১০ (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির সময় উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল, সরাসরি অথবা যেরুপ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে সেইরুপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অনুরূপ আপিলের ক্ষেত্রে আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

১১। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ:** (১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপিল দায়ের করা হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত আপিলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম ''ঘ'' তে প্রস্তুত করে তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাংগিয়ে প্রকাশ করবেন এবং সেটির একটি কপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

১২। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার:** (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত দস্তখত প্রার্থীর, তা হলে তিনি নোটিশের একটি ফটোকপি তার অফিসের সহজে দৃষ্টি গোচরে আসে এমন কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন।

১৩। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু: বিধি ২০ অনুযায়ী-

(১) ভোট গ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার গণ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাতিল করে দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে অবহিত হবার অব্যবহিত পর কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্ট পদে নূতন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিপূর্বে কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে এবং তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে থাকলে তাকে নূতন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

১৪। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন:** পৌরসভার মেয়র অথবা সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনের কোন কাউন্সিলর নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর,

গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম ''ঙ'' তে একটি বিবরণী প্রেরণ করবেন এবং তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে সেটির কপি টাংগিয়ে দিবেন।

১৫। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন:** পৌরসভার মেয়র অথবা সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হলে ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

১৬। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ:** (১) প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ফরম 'চ'-তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম, মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত নাম ও ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নাম এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "চ" তে প্রস্তুত করিবেন এবং বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) (ঘ) এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখ হতে অন্তত ১০ (দশ) দিন পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি পৌরসভার কার্যালয়ে অথবা নিম্ন বর্ণিত স্থানে প্রকাশ করবেন, যথাঃ-

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে; এবং
(খ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরবর্তী দিনে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্টকে ফরম 'চ'-তে প্রকাশিত তালিকার একটি কপি সরবরাহ করবেন। উল্লেখ্য যে, যদি পৌরসভার মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে একাধিক প্রার্থীর নাম এক হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পিতার নাম 'চ' ফরমে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৭। **মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সরবরাহ:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাবলী আপনার নিকট হতে টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। যে জেলার পৌরসভার তথ্যাবলী যে টেলিফোনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গ্রহণ করা হবে তা পরবর্তীতে আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে।

১৮। **একই সংগে মেয়র ও কাউন্সিলর পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান:** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ভোটগ্রহণের নির্ধারিত তারিখে একই সংগে মেয়র এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯। **ভোটগ্রহণের সময়সূচি:** রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত সময়সূচি সম্পর্কে, তার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করবেন। এই প্রসংগে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **ভোটগ্রহণ আগামী ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ৮.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ইভিএম এর মাধ্যমে বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন আগামী ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।** বিধি ২৭ অনুযায়ী আপনি ভোটগ্রহণের সময় উল্লেখ করে আপনার বিবেচনামতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ জারি করবেন।

২০। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা এবং নির্বাচনি প্রচারণায় পোস্টার ব্যবহারে প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো বা পোস্টার প্লাস্টিক লেমিনেটেড করে ব্যবহার না করাসহ ইতঃপূর্বের নির্দেশনা প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

২১। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত: স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৮ অনুসারে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপালনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার অর্থাৎ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত অথবা প্রয়োজন হলে পৌর এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে।

২২। **অন্যান্য নির্দেশনা:** ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, পরিপত্রের নির্দেশনা সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে নির্বাচন আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৬/০১/২০২৩

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail: sasemc1@gmail.com

সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসার,
...................................(সংশ্লিষ্ট)
ও
রিটার্নিং অফিসার, ... পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০০৩.২২(অংশ-১)-৫৮

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/ আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১০. উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সংশ্লিষ্ট) রেঞ্জ
১১. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. যুগ্মসচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. যুগ্মসচিব (নিঃব্যঃ ১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল
২০. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৬/১/২০২৩

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর উদ্ধৃতাংশ

মেয়র ও কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ইত্যাদি

১৯। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।-(১) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন ;
(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পুর্ণ হয় ;
(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে ; এবং
(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য এবং উক্তরুপ মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান ;
(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কতৃর্ক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন ;
(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;
(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যুন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;
(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা পৌরসভার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;
(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরুপ বেসরকারী সংস্থার প্রধান কার্য নির্বাহী পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর এক বৎসর অতিবাহিত না করিয়া থাকেন;
(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তাহার নিজ নামে বা তাহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরুপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

ব্যাখ্যা।-উপরি-উক্ত দফা (ছ) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেই ক্ষেত্রে-

(১) চুক্তিটিতে অংশ বা স্বার্থ তাহার উপর উত্তরাধিকারসুত্রে বা উইলসুত্রে প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদি না উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়; অথবা

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন পাবলিক কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে যাহার তিনি একজন শেয়ারহোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকও নহেন বা ম্যানেজিং এজেন্টও নহেন; অথবা

(৩) তিনি কোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসাবে চুক্তিটিতে তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরুপ কোন স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(জ) বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্য সম্পাদনে বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পৌরসভার কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে;

(ঝ) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ইহার আওতাভুক্ত হইবে না;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদারগণ যাহার কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে পরিশোধে খেলাপী হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা।-উপরি-উক্ত দফা (ঝ) ও (ঞ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ''ঋণ খেলাপী'' অর্থ ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও যিনি বা যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা ফার্ম Banker's Book of Account এ ঋণ খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত আছে তাহাদেরকেও বুঝাইবে।

(ট) পৌরসভার নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা অনাদায়ী থাকে;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ পৌরসভাকে পরিশোধ না করেন;

(ড) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ঢ) কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ, ইত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া চাকুরীচ্যুত, অপসারিত বা বাধ্যতামুলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার এইরুপ চাকুরীচ্যুত, অপসারণ বা বাধ্যতামুলক অবসরের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ণ) পৌরসভার তহবিল তসরুফের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হন;

(ত) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন; এবং

(ধ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন।

(৩) প্রত্যেক মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা
(২) এর অধীন তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।

বিঃ দ্রঃ এই পরিশিষ্টে বর্ণিত আইনের ধারা ও উপ-ধারাসমূহ মূল আইনের সহিত ভিন্ন হইলে সেক্ষেত্রে মূল আইনের ধারা ও উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়াবলী প্রযোজ্য হইবে।